৪২.৪ মূলপাঠের নানাদিক থেকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৪২.৪.১ কাহিনী

'রাধা-বিরহের'র পূর্ব খণ্ডের নাম 'বংশীখণ্ড'। এই খণ্ড থেকেই রাধার বিরহ-বেদনার সূত্রপাত। 'রাধাবিরহে'র মূল কাহিনীতে প্রবেশের পূর্বে কাহিনী সূত্র হিসাবে 'বংশীখণ্ডে'র কাহিনী চুম্বকাকারে তুলে ধরা হ'ল। বংশীখণ্ডে কৃষ্ণ ও রাধার দেখা-সাক্ষাৎ ঘটলেও দেহজ মিলন ঘটেনি। রাধার কথা কৃষ্ণ রাখবে—কখনও অমান্য করবে না—এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে কৃষ্ণ তাঁর বাঁশী রাধার হাতে সমর্পণ করে চলে যায়। এরপর দীর্ঘদিন দুজনের মধ্যে দেখা সাক্ষাত নেই। দীর্ঘ-অদর্শনে রাধার প্রাণমন ছটফট করতে থাকে। এই বিরহ যন্ত্রণাই অপরূপ কাব্য সৌন্দর্য লাভ করেছে 'রাধাবিরহ' অংশে।

এই অংশে দেখা যায়— কৃষ্ণগত প্রাণা রাধা গতানুগতিকভাবে গৃহের কাজকর্ম করে। কিছুতেই উৎসাহ নেই। দীর্ঘদিন অতিবাহিত। কৃষ্ণ উধাও। রাধা স্বপ্নে প্রাণাধিক প্রিয়কে দেখে। চৈত্রমাসে শীতল বাতাস বইতে লাগলো—বসন্ত সখা কোকিলের কুহুতানে বৃন্দাবন মুখর। কৃষ্ণহারা রাধার জীবনযাপন অসহ্য। রাত্রে কৃষ্ণ মিলনের স্বপ্ন দেখে রাধার হৃদয় যন্ত্রণা বেড়ে যায়। বড়াই দূতীকে—কৃষ্ণকে ফিরিয়ে আনবার জন্য জানায় তীব্র আকুতি।

কিন্তু পূর্বের নানা ঘটনা এনে বড়াই রাধাকে কঠোর-কঠিন ভাষায় গঞ্জনা দেয়। উদাহরণ হিসাবে কৃষ্ণের দেওয়া তাম্বুল, গন্ধ চন্দন রাধা কিভাবে তাচ্ছিল্য ভরে প্রত্যাখ্যান করেছে সে সব কথা বলে। কৃষ্ণের কথা বলতে রাধা বড়াইকে চড় মেরেছিল। সে স্মরণ করিয়ে দিয়ে ব্যঙ্গচ্ছলে বলে যে এখন তার কিছু করার নেই। সে রাধার নতুন যৌবনকে পুঁটলি বেঁধে রাখতে বলে। স্পষ্ট ভাষায় বলে—কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে **চলে** গেছে।

বড়াই-এর রূঢ় কথায় রাধিকা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। তার ধন-যৌবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে মনে হয়। গলা থেকে রাধা গজমুক্তার হার ছিঁড়ে ফেলতে চায়, সিঁথির সিঁদুর মুছতে চায়, বাহুর বলয় ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে চায়। শুধু তাই নয় মাথা মুড়িয়ে সাগরের জলে ঝাঁপ দিতে চায়, যোগিনী সেজে দেশত্যাগী হতে চায়। বৃন্দাবনে যাবার জন্য রাধা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাঘ-ভালুক-যমুনার খরস্রোত—কোন প্রতিকূল অবস্থাই তাকে বিরত করতে পারবে না। যমুনার প্রবল স্রোত ধারায় ডুবে মরলেই সে কৃষ্ণকে পাবে—এই ধারণা নিয়ে তার মন অস্থির হয়ে ওঠে।

রাধা *বড়াইকে* শতপল সোনা নিয়ে কৃষ্ণের অনুসন্ধানে যাবার জন্য অনুরোধ করে। রাধার চোখের সামনে ভেসে ওঠে কৃষ্ণের অপরূপ রূপ। কৃষ্ণের কালো গায়ের রঙ, মাথার ঘোড়াচুল, গায়ের চন্দনগন্ধ, হাতের করতাল, মুখের মধুর বাঁশী, পায়ের নূপুর ইত্যাদি রাধা যেন স্পষ্ট দেখতে পায়। *বড়াইকে* কর্পূর-বাসিত পান-সুপারী নিয়ে কৃষ্ণের অনুসন্ধানে পাঠানোর জন্য ব্যগ্র-ব্যাকুল। শত অনুরোধ *বড়াই* প্রত্যাখ্যান করে। অজুহাত হিসাবে সে বৃদ্ধা, চলৎশক্তি নেই ইত্যাদি বলে রাধাকেই কৃষ্ণের খোঁজে বের হতে বলে। রাধাকে মথুরা, গিরিগুহা ও অরণ্যে যাবার পরামর্শ দেয়। এরসঙ্গে চণ্ডীপূজা দেবার কথাও বলে। রাধার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। কৃষ্ণবিরহে যত সে অস্থির হয়ে পড়ে *বড়াই* তত তাকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করে বলে যে, কৃষ্ণ হাতজোড় করে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও রাধা তাকে যেভাবে অপমানিত করেছে, তার ফল তাকে ভোগ করতেই হবে। রাধার হৃদয়যন্ত্রণাকে তীব্রতর করার জন্য বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ষোল হাজার গোপী নিয়ে রাসলীলায় মগ্ন আছে—এ সংবাদও দেয়। এ সবকিছু শোনার পর রাধার বিরহ-আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। *বড়াইকে* তার হৃদয়ের আর্তি করুণভাবে জানাতে থাকে।

রাধার শত আবেদন নিবেদন ও সীমাহীন হৃদয় বেদনায় *বড়াইর* মন কিছুটা গলে। সে রাধাকে নিয়ে কৃষ্ণের খোঁজে বের হয়। বৃন্দাবনের কদমতলায় রাধা মোহিনী বেশ ধারণ করে। কছি পাতার শয্যা রচনা করে কৃষ্ণের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে থাকে। কিন্তু সব আশা ব্যর্থ। কৃষ্ণ এলো না। আশাহত হয়ে দুজনে বৃন্দাবনে প্রবেশ করে। দূর থেকে তারা কৃষ্ণকে গরু চরাতে দেখে। কৃষ্ণকে দেখা মাত্র রাধা জ্ঞান হারায়। *বড়াইর* সেবা শুশ্রুষায় সুস্থ হয়ে রাধাকৃষ্ণের কাছে গিয়ে পূর্ব অপরাধের জন্যা ক্ষমাভিক্ষা চায়। সুযোগসন্ধানী কৃষ্ণ রাধাকে রূঢ় ভাষায় অপমান করে পত্যাখ্যান করে। তবে যাবার সময় আভাসে ইঙ্গিতে বলে যে *বড়াই* বললে সে রাধার সঙ্গে মিলিত হতে পারে। এই চরম সঙ্কট মুহূর্তে বড়াইও রাধাকে অনেক কটু কথা বলে। রাধা চোখের জলে বুক ভাসায়। সুযোগ বুঝে কৃষ্ণও স্থানত্যাগ করে।

ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে মিলন স্বপ্নে বিভোর রাধা *বড়ায়িকে* নিয়ে আবার কৃষ্ণের সন্ধানে বের হয়। কদমগাছের নিচে কৃষ্ণকে দেখে রাধা আবার জ্ঞান হারায়। *বড়াইর* যত্নে জ্ঞান ফিরে এলে রাধা বড়াইর মারফৎ বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। বিয়ের ব্যাপারে কৃষ্ণের শর্ত হ'ল — রাধাকে মনোহর বেশে আসতে হবে এবং মিষ্টিমধুর সম্ভাষণ করতে হবে। কৃষ্ণের দেওয়া শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করার পর কৃষ্ণ রাধাকে সাদরে বরণ করে নেয় এবং রাধা-কৃষ্ণের মধুর মিলন ঘটে।

মিলন শেষে ক্লান্ত রাধা কৃষ্ণের ঊরুতে মাথা রেখে অঘোরে গুমিয়ে পড়ে। সেই সুযোগে কংসবধের নাম করে কৃষ্ণ মথুরায় চলে যায়। তবে বিদায় মুহূর্তে বিশেষভাবে *বড়াইকে* বলে যায় সে যেন রাধাকে নিজের মতো করে দেখা শোনা করে।

ঘুম ভাঙতেই রাধা দেখে তার পাশে কৃষ্ণ নেই। শুরু হয় *বিচ্ছেদ-বেদনার যন্ত্রণা*। চোখের জলে বুক ভাসায়। আকুলভাবে বড়াইকে বারবার অনুরোধ করে কৃষ্ণকে ফিরিয়ে আনবার জন্য। *বড়াই* বেদনাদগ্ধ হৃদয়কে শান্ত করার জন্য নানা ভাবে সান্ত্বনা দিতে থাকে। শেষে দুজনে বাড়ি ফিরে আসে। এরপর দীর্ঘদিন কেটে যায়। দিকে দিকে বসন্তকালের রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। রাধার যৌবন বসন অঞ্চলে ঢাকা যায় না। বর্ষাকাল এলো। প্লাবনমুখর দিনে বিরহে রাধার বুক ফেটে যায়। নিরুপায় হয়ে *বড়াইর* কাছে মিনতি জানায়। রাধার ঐকান্তিক অনুরোধে বড়াই মথুরায় যায়। কৃষ্ণকে সব কথা খুলে বলে। কৃষ্ণ খুবই রুষ্ট। রাধাকে দেখলে নাকি তার হৃদকম্প হয়। রাধা কোনোদিনই কৃষ্ণের প্রতি প্রেম-প্রীতি দেখায়নি বলে অভিযোগ করে। *বড়াইকে* বৃন্দাবনে ফিরে যেতে বলে। কৃষ্ণকে নানাভাবে বোঝানোর পর, কৃষ্ণের স্পষ্ট জবাব হ'ল সে ধন-ঐশ্বর্য ত্যাগ করতে পারে কিন্তু বাক্য জ্বালা তার সহ্যাতীত। মথুরায় তার আগমনের কারণ হিসেবে কংসবধের কথা বলে।

(এখানেই কাব্যের সমাপ্তি। পরবর্তীকালে কি ঘটেছিল তা আজও অজানা)।

৪২.৪.২ 'রাধাবিরহ' কাহিনীর নির্যাস

১। এই অংশে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধার মিলন একবার মাত্র ঘটতে দেখা যায়।

২। রাধার প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। সবসময় শ্রীকৃষ্ণ রাধার কাছ থেকে নানা অজুহাত দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে। তার কাছে রাধার হৃদয় আকুল প্রেমের কোনো মূল্যই নেই। দেহজ মিলনে বাধ্য করে কামনার ক্ষুধা জাগ্রত করে যে ভূমিকা কৃষ্ণ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় চরিত্রহীনতা ও শঠতার নিদর্শন।

৩। শুধু রাধার দেহভোগের পর ঘুমন্ত অবস্থায় রাধাকে ফেলে চুপিসাড়ে চলে যাবার মুহূর্তে বড়াইকে যখন রাধাকে নিজের মতো করে দেখার জন্য অনুরোধ জানায়, তখন শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে সহানুভূতিশীল মানবিক আবেদনের দিগন্ত কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে।

৪। বড়াইর চরিত্রের বৈপরীত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

৫। সমগ্র অংশ জুড়ে রাধার মর্মযন্ত্রণারই প্রাধান্য।

৬। রাধার বিরহ-বেদনা মর্মস্পর্শী। অনন্ত প্রেমের স্পর্শে ধন্য। কোথাও অশ্লীলতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। রাধার প্রেম ভাবনাই মুখ্য স্থান নিয়েছে।

৭। বর্ষা ও বসন্তের প্রকৃতি চিত্ররূপ পেয়েছে।

৮। প্রকৃতি চিত্রণে, প্রেম ব্যাখ্যায় ও তন্ময়-মন্ময় ভাব প্রকাশে কবির শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন আছে।

৯। গীতি কবিতার মূর্চ্ছনা আছে।

১০। কাহিনীর চেয়ে ভাবের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

১১। প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে।

৪২.৪.৩ প্রতিটি পদের সহজ ব্যাখ্যা

'রাধাবিরহ' অংশের মুখবন্ধে 'অত রাধাবিরহঃ' — সংস্কৃত (১) পদটিতে বর্ণিত আছে যে কৃষ্ণগতপ্রাণা রাধিকা কিছুদিন নিজের বাড়িতে গৃহকর্মে মগ্ন ছিল। কিন্তু হরি অর্থাৎ কৃষ্ণের দীর্ঘ বিরহে হরিণ-নয়না রাধা বৃদ্ধা (*বড়াই*) কে তার মনের কথা খুলে বলে।

পদ নং ১

বিভাষরাগঃ ।। রূপকং ।। দণ্ডকঃ।। (পত্র ১৮৯/২-১৯০/২)

দীর্ঘকাল কেটে যাওয়া সত্ত্বেও বনমালী এলো না কেন রাধা *বড়াইকে* জিজ্ঞাসা করে। কতদিন পর তাকে পাওয়া যাবে। স্বপ্নে আমি (রাধা) কৃষ্ণকে দেখেছি। চিত্ত উতলা কি করে তাকে পাওয়া যাবে? চৈত্র মাস, যৌবনভাব নিয়ে দিন কাটোনো অসহ্য। বিরহবেদনায় অন্তর জ্বলে যাচ্ছে। কদমতলায় শয়ন করে রাধার অন্তর জ্বলে যাচ্ছে। কৃষ্ণের পরিধানে নেতবস্ত্র, হাতে মোহন বাঁশী। সে যে কোথায় অন্তর্হিত হলো?

সখীর কথায় পদ্মপাতায় শুয়ে মনে হয়েছে এর চেয়ে আগুনও শীতল। কৃষ্ণ ডালা ভরে পুল পান পাঠিয়েছিল, তা রাধা হাত দিয়েও স্পর্শ করেনি। বড়াইকে চড় মারার জন্য কৃষ্ণ রেগে রাধাকে বেদনা দিচ্ছে।

রাধার *বড়াইর* প্রতি আকুল প্রার্থনা — দূতী তোর পায়ে ধরি, দেখ আমার প্রাণ যায়, জীবনরক্ষার পথ দেখাও। সকালবেলা স্নিগ্ধ বাতাস বইছে, বৃন্দাবন কোকিলের কূজনে মুখর। রাধা বলে সে সাগরে গিয়ে নিজহাতে দেহের মাংস কেটে কুমিরকে খাওয়াবে। নিজেকে ভাগ্যহীনা বলেই সে কৃষ্ণকে হারিয়েছে। আর হয়তো কৃষ্ণের সঙ্গসুখ পাবে না। পূর্বজন্মে খণ্ডব্রত করার জন্যই কৃষ্ণকে হারিয়েছে। ভণিতায় বাসলী দেবীর বন্দনা করা কবি বড়ু চণ্ডীদাস রাধার খণ্ঠে 'বনমালী এনে দাও।' —এই আর্তিকে প্রকাশ করেছেন।

(পদটিতে বড়াইর প্রতি রাধার বেদনমথিত উক্তি পাওয়া যায়)

পদ নং ২

বেলাবলী রাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ।।

প্রথম রাতের স্বপ্নের কথা রাধা প্রাণ খুলে *বড়াইকে* বলেছে। কদমতলায় কৃষ্ম রাধাকে আদরে কোলে নিয়ে চুম্বন করে। কৃষ্মবিনা রাধার জীবন ব্যর্থ। তাই বারংবার কৃষ্মকে ফিরিয়ে আনবার জন্য বড়াইর প্রতি রাধার আকুতি।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরের স্বপ্নে কৃষ্মের মধুর বাঁশী-বাজানো সুরতি চাইলে প্রত্যাখ্যান, কৃষ্মের কোলে বসা, মৃদু হাসির ছটায় মন জয় করে নেওয়া ইত্যাদি নানা চিত্র। চতুর্থ প্রহরে চুম্বন ও রাধার রতি-রস-লালসা জাগানোর কথা। কোকিলের কুহুতানে ঘুম ভাঙা।

(রাধার *বড়াইর* প্রতি উক্তি)।

পদ নং ৩

বিভাষরাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ।।

(বড়াইর প্রতি রাধার উক্তি)

রাধার হৃদয় ব্যাকুল, আর্তি, কৃষ্মকে স্বপ্নে দেখা তার পঞ্চবাণ-হানা, হৃদয় দগ্ধ হওয়া ইত্যাদির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। কুঞ্জ মুকুলিত, দখিনা মিষ্টি মধুর হাওয়া, মন-প্রাণ উতলা। রাধার একান্ত অনুরোধ—'দ্রুত কৃষ্মকে এনে দাও, মিলন সুখে রাত্রি কাটাই। শীঘ্র কৃষ্মকে পাবার জন্য অনিমেষ নয়নে রাধা ব্যাকুলচিত্তে পথ পানে তাকিয়ে আছে।

পদ নং ৪

ভৈরবীরাগঃ ।। একতালী।। রূপকম্বা।।

(*বড়াইর* উক্তি) রাধার প্রতি *বড়াইর* কটু কথা। রাধার মনকে পুটলী বেঁধে রাখতে বলে। *বড়ায়ি* কৃষ্মের দেওয়া তাম্বুল রাধাকে দিয়েছিল, সে তা প্রত্যাখ্যান করে। এখন কৃষ্মকে কোথায় পায়ো যাবে, তা জানে না। রাধার প্রতি একের পর এক অভিযোগ। গন্ধ চন্দন পা দিয়ে মুছে ফেলেছে, তাকে চড় মেরেছে ইত্যাদি।

কৃষ্ম বৃন্দাবন ছেড়ে বহুদূর চলে গেছে। মাথা কুটে মরলেও এখন তাকে পাওয়া যাবে না। কৃষ্মকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সেও নিরুপায়।

পদ নং ৫

ধানুষীরাগঃ ।। একতালী।।

(রাধার উক্তি) কৃষ্ম বিরহে রাধার জীবন বৃথা। সে গজমুক্তার হার ছিড়বে, সিঁথির সিঁদুর মুছবে, হাতের বালা ভাঙবে। দৈবদোষে কৃষ্মকে হারিয়েছে. মাথা মুণ্ডণ করে এমনকি বিষপানে আত্মহত্যার জন্যও রাধা প্রস্তুত। রতি-সাধ পূর্ণ না হওয়ার বেদনায় বেং কৃষ্মের বিরহে দিশেহারা।

পদ নং ৬

ভৈরবীরাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ।।

(রাধার প্রতি *বড়াইর* উক্তি)

কৃষ্মের হৃদয় কঠোর কঠিন। শত অনুরোধ সত্ত্বেও সে রাধার কাছে আসে না। রাধার প্রেমের জন্য শ্রীকৃষ্ম

বহু সন্তাপ পেয়েই বৃন্দাবন ছেড়েছে। তার নাগাল পাওয়া ভার। শ্রীকৃষ্ম নানা রূপ ধরে। কোন্ চিহ্ন দ্বারা তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে, সে কথা বড়াই রাধাকে জিজ্ঞাসা করে।

পদ নং ৭

কোড়ারাগঃ ।। রূপকং।। লগনী।। দণ্ডকং।।

(রাধা ও বড়াইর উক্তি প্রত্যুক্তি)

রাধা ঃ আমার জীবন রক্ষা করো। মন্মথবাণ সহ্য করতে পারছি না।

বড়াই ঃ মন্মথ ও বাণ কোথায়?

রাধা ঃ বসন্তের কোকিলের ডাকই বাণ।

বড়াই ঃ সাবধান হও, চন্দ্রালোকে শয্যা পাতো।

রাধা ঃ চন্দ্রকিরণে শয়ন করলে মদনের জ্বালা আরো বাড়ে।

বড়াই ঃ আমার কথা পছন্দ হলে দেহে শীতল চন্দন লাগাও।

রাধা ঃ চন্দনে দেহ পুড়ে যায়—আমাকে বৃন্দাবনে নিয়ে চলো।

বড়াই ঃ বৃন্দাবনের বনে ভালুক আছে। সেখানে কেমন করে যাবো।

রাধা ঃ বাঘ-ভালুক আমাকে হত্যা করুক। কৃষ্মের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নই।

বড়াই ঃ খরস্রোতা যুমনা কি করে পার হবো?

রাধা ঃ যমুনার জলে মরলেও কৃষ্মের সঙ্গলাভ হবে।

বড়াই ঃ কৃষ্মের আশা রাধা ত্যাগ করো।

(নাট্য-রসে এই পদটি সিক্ত)

পদ নং ৮

বিভাষরাগঃ ।। একতালী।। রূপকম্বা।। দণ্ডকঃ।।

(বড়াইর উদ্দেশ্যে রাধার উক্তি)

শতপল সোনা নিয়ে প্রাণনাথের উদ্দেশে বড়াইকে যাবার জন্য রাধার অনুরোধ। ঘোড়াচুলের অধিকারী কৃষ্মকে গোকুলে খুঁজতে হবে। কৃষ্মের গায়ে সুগন্ধি চন্দন, অধরে মধুর বাঁশী। শীতবস্ত্র। শ্রীকৃষ্মের রূপবর্ণনা শেষে রাধা বড়াইকে সন্ধানের পথ বলতে গিয়ে বসুদেবের বাড়ি, যশোদার কোলে, যমুনার তীরে, শিশুদের মাঝে, নারদমুনির কাছে, গোপগণের কাছে, নিধুবনে, সাগরের ঘরে যাবার জন্য অনুরোধ করেছে। এসব স্থানে না পেলে জনগণের কাছে কৃষ্মের সন্ধান নিতে বলেছে। রাধার আশা বড়াইর কথায় কৃষ্ম তার কাছে ফিরে আসবে।

পদ নং ৯

ভৈরবীরাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ।।

(বড়াইর উক্তি) রাধার শত অনুরোধের উত্তরে বড়াই বলেছে, সে অতিবৃদ্ধ দেহে শক্তি নেই। সে রাধাকেই সন্ধানে যেতে বলে। কৃষ্মের দেখা পেলে সে যেন তার পায়ে ধরে। মথুরা, নানা পর্বত, গিরি-গুহায়, বনে-জঙ্গলে

তার খোঁজ করতে হবে। চণ্ডী দেবীর পূজা করতেও বলে। মথুরায় কৃষ্ণের দেখা পেলে রাধা যেন তার সঙ্গ না ছাড়ে সেকথাও বলে।

পদ নং ১০

মালবরাগঃ ।। একতালী।।

(বড়াইর উদ্দেশ্যে রাধার বক্তব্য)

রাধার দৈ, দুধের ভাঁড় সাজিয়ে মথুরায় যাবে। এসব বেচার মধ্যেই কৃষ্ণের দেখা পাওয়া যাবে। মথুরায় যাবার জন্য তার প্রাণ কাঁদে। কৃষ্ণকে দেখবার সাধ জাগে। কৃষ্ণের দেখা পেলে আর তাকে ছাড়বে না। নিজেকে বকুল ফুলের মালা, হীরের ঝালর দেওয়া কুণ্ডল ইত্যাদিতে সাজিয়েছে। যোগীর মতো কৃষ্ণের ধ্যানে মগ্না। বড়াইর সব কথা শুনবে। আগে বুদ্ধি দোষে যা করেছে তার জন্য রাধা অনুতপ্ত।

পদ নং ১১

ভাঠিয়ালী রাগঃ ।। লঘুশেখরঃ।।

(রাধার উক্তি) চক্রপাণি যেদিকে সেদিকে কি বসন্ত অজ্ঞাত? তার মনে বিরহের দাহ। আমের শাখার মুকুলে ভরে গেছে, চারদিকে ভ্রমরের গুঞ্জন, ডালে ডালে কোকিলের কূজন—এসবই বজ্রাঘাত মনে হয়। দেহ-মন দিয়ে কৃষ্ণকে আলিঙ্গনের জন্য রাধা প্রস্তুত। এতেও যদি তাকে না পাওয়া যায় তবে রাধার প্রাণ চলে যাবে। শেষে নিজের বুদ্ধিদোষের কথা বলেছে।

পদ নং ১২

ধানুষীরাগঃ ।। যতি।।

(বড়াইর উক্তি কৃষ্ণ অপমানিত হয়েই রাধাকে ত্যাগ করেছে। শুরু হয়েছে বিরহের জ্বালা। চক্রপাণিকে কোথায় সে পাবে? ষোল হাজার গোপীদের নিয়ে কৃষ্ণ রসমগ্ন রয়েছে। রাধাকে বৃন্দাবনে যাবার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। সেখানে তার দেখা পাওয়া যাবে এবং কৃষ্ণও রাধার সঙ্গে কথা বলবে।

পদ নং ১৩

ললিতরাগঃ ।। একতালী।।

পদটির পূর্বে দু'চরণের সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ হল'—অনঙ্গশরে অভিমন্যু পত্নীর (রাধা) দেহ কৃশ। (সে) তীব্র মনোবেদনাদগ্ধ নিরানন্দ মন নিয়ে দীর্ঘদিন হরিচিন্তা শেষে বৃদ্ধা (বড়াই) কে বললো—

(রাধার উক্তি) কৃষ্ণের পরিবর্তে সে জীবনে আর কিছু চায় না। কাউকে সে মানে না। দুঃসময় জীবন-হ্রদে ঝাঁপ দিয়েছে কিন্তু সে হ্রদের জল শুকিয়ে গেছে। সে বড়ো অভাগিনী। গুপ্ত প্রেমকে সে প্রকাশ করেছে স্বামী, ননদ ও গোপীদের কত না আঘাত। শুধু কৃষ্ণপ্রেমের জন্য রাধা সব সহ্য করেছে।

পদ নং ১৪

বঙ্গালরাগঃ ।। রূপকং।।

(রাধার প্রতি বড়াইর উক্তি) হায়-হায় গোপকন্যা যেন দুঃখ না করে। কৃষ্ণকে শীঘ্রই পাবে। রাধার চাঁদের মতো মুখকে ম্লান করতে নিষেধ করেছে। মনে ভরসা রাখতে বলেছে। বৃন্দাবনে যাবার সাথী হতে চেয়েছে। দুজনে

মিলে কুঞ্জে কুঞ্জে কৃষ্ণ খুঁজে বেড়াবে। কৃষ্ণের জীবনের খুঁটিনাটি সব বড়াই রাধার কাছে জানতে চায়। বৃন্দাবনের জল-স্থল এক কথায় সর্বত্র অনুসন্ধান করা হবে। শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যাবেই।

পদ নং ১৫

ললিতরাগঃ ।। একতালী।।

(বড়াইর প্রতি রাধার উক্তি) ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, সোনার রঙের কেশদাম সজ্জিত, মেঘের ছটার মতো নীল দেহ, কপালে চন্দনের ফোঁটা—কৃষ্ণকে দেখে মনে হয় যেন পূর্ণচন্দ্র। দিশেহারা রাধা-দূতীকে কৃষ্ণ কোন্ পথে কিভাবে হেসে, নেচে, গেয়ে বাঁশি বাজিয়ে গেছে জিজ্ঞাসা করে। রাধার মনোমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের নীলোৎপলের মতো নয়ন, মানিকের মতো দাঁত, পদ্মফুলের মতো মুখ ইত্যাদি ভেসে উঠেছে। ভাব দৃষ্টিতে দেখা শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হতেই অভাগিনী রাধার বুক ভাঙা আর্তনাদ। কৃষ্ণকে ফিরে পাবার জন্য বড়াইর বুদ্ধির উপরই এখন একমাত্র ভরসা।

পদ নং ১৬

কেদাররাগঃ ।। রূপকং।।

(রাধার প্রতি বড়াইর উক্তি) প্রাণসম আদরের নাতনী রাধাকে বড়ায়ি সত্য কথা তুলে ধরে বলে—শ্রীকৃষ্ণ কদমতলায় আসে, মাঠে গরু চরায়, যমুনার তীরে থাকে। সেখানে গেলে কৃষ্ণের দেখা পাওয়া যাবে। রাতদিন কৃষ্ণ নানা ফুল চয়ন করে, ফল খায়। গোপীদের নিয়ে নিধুবনে ক্রীড়া করে। সেখানেও তার দেখা পাওয়া যাবে। মন দৃঢ় করে যাত্রা করতে বলে। মনের আনন্দে কদমতলায় যাবার জন্য রাধাকে বড়াই নির্দেশ দেয়।

পদ নং ১৭

ধানুষীরাগঃ ।। একতালী।।

(বড়ুই চণ্ডীদাসের বর্ণনা) বড়াইর নির্দেশে রাধা কদমতলায় গিয়ে নব কিশলয়ে শয্যা পেতে, অগরুচন্দন গায়ে মেখে, দু' চোখে কাজল পরে, ফুলের মালায় কেশপাশ সজ্জিত করে, সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করে, ভৃঙ্গার জলপূর্ণ করে, বাটাভরা কর্পূর পান নিয়ে অপেক্ষমানা। হাওয়ায় গাছ দুলছে। রাধা এই গাছকেই কৃষ্ণ মনে করছে। কিন্তু আশাহত হয় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বড়াইর কাছে আশ্বাসবাণী শুনতে চায়। সুদীর্ঘ অপেক্ষা করেও কৃষ্ণকে দৈব দোষে পেলো না।

পদ নং ১৮

পাহাড়ীআ রাগঃ ।। ক্রীড়া।।

(পাদ আরম্ভের পূর্বে দু'চরণের সংস্কৃত শ্লোক)

নির্দিষ্ট কদমতলায় দীর্ঘসময় কাটিয়ে
মদন আগুনে অনুতপ্ত রাধার বিলাপ

(রাধার স্বগতোক্তি) দিনের সূর্য তাকে পুড়িয়ে মারছে, রাতের চাঁদ তাকে দুঃখ দিচ্ছে। এ প্রাণ ধারণ অসহ্য। শীতল চন্দন গায়ে মেখেও বিরহ আগুন দূর হয় না। রাধার হৃদয়ভেদী আক্ষেপ—ও বড়াই, পৃথিবী চৌচির হোক, আমি তার ভিতরে গিয়ে লুকোই। বড়াইকে আশাভঙ্গের জন্য অভিসম্পাত করে। সব আশা ছেড়ে রাধা মৃত্যুর

প্রহর গোণে। ক্ষণিকের সুখের জন্য দীর্ঘ বিরহজ্বালা জীবনসাথী হলো। দেহ মন পূর্ণ সঁপে দিতে না পারার অন্তর জ্বালায় রাধার প্রশ্ন—'আমার যৌবন ও ধনরত্নে কি হবে? গৃহবাসে কি হবে? আশাহীন জীবনে যোগিনী হয়ে রাধা ঘুরে বেড়াতে চায়?

পদ নং ১৯

মল্লাররাগঃ ।। রূপকং।।

(রাধার উক্তি) মেঘান্ধকার ভীষণ রাত্রি। রাধা একাকী কদমতলায় বসে চোখের জলে বুক ভাসায়। কৃষ্ণকে সে দেখতে না পেয়ে বলে—'হে মেদিনী, বিদীর্ণ হও, আমি প্রবেশ করে লুকোই। তার মন কৃষ্ণের জন্য সব সময় কাঁদছে। ভ্রমর-ভ্রমরীর গুঞ্জন, কোকিলের কূজন রাধার কাছে যমদূতের মতো মনে হচ্ছে। এই দুঃখের দিন কবে শেষ হবে? আশার প্রদীপ জ্বেলে বনে বনে ঘুরেও প্রত্যাশা পূর্ণ হলো না। উন্নত যৌবন দিনে দিনে শেষ হয়ে যাচ্ছে। দিকে দিকে প্রকৃতির সৌন্দর্য ডালি আকুল কণ্ঠে বড়াইর প্রতি রাধার অনুরোধ, বড়াই গো, শীঘ্র নন্দের নন্দনকে ফিরিয়ে আনো।'

পদ নং ২০

কহুরাগঃ ।। যতিঃ।।

(রাধার উক্তি) বনমালীর উদ্দেশ্যে রাধার খেদোক্তি—'হে বনমালী, বালিকা বয়সে, তুমি আমার বিরহে ব্যাকুল হয়েছিলে, তোমার ফুলদান গ্রহণ করিনি, দূতীকে মেরেছি, আমার সেই দোষ খণ্ডন করো, হে মদনমূরতি।' কদমতলার সব দোষকে খণ্ডন করতে বলেছে। অহঙ্কারকে ভুলে যেতে বলেছে। নৌকো পারাপারের সময়, ভারবহনের সময়, জল নিয়ে যাবার সময় যে যে দোষ রাধা করেছে, সেগুলি খণ্ডন করার অনুরোধ জানিয়েছে। অভিমান দূরে রেখে আলিঙ্গন করে কৃষ্ণকে রাধা প্রাণরক্ষা করতে ঐকান্তিক প্রার্থনা জানিয়েছে। তার শেষ অনুরোধ —আমাকে উপেক্ষা করো না নন্দের নন্দন।

পদ নং ২১

বেলাবলীরাগঃ ।। যতি।।

(পদের আরম্ভে সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ)

মদনজ্বরে আক্রান্ত হয়ে, বন-বনান্তরে কৃষ্ণকে খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে রাধা বড়াইকে বলে।)

মূলপদে—(বড়াইর উদ্দেশে রাধার উক্তি।)

প্রভু জগন্নাথ যে কথাগুলি রাধাকে বলেছিল রাধা তা শোনেনি, আজ সব বুঝতে পেরে শতদুঃখ পাচ্ছে। ব্যাকুলভাবে বড়াইকে বলে—'ওগো বড়াই, কৃষ্ণকে বলো—আমি তার মুরতি প্রার্থনা করি। নাবালিকা আর নেই—রাধা এখন পূর্ণ যুবতী। বারবার তার মানসপটে কৃষ্ণের চাঁদের মতো মূর্তি, পদ্মের মতো চোখের কথা মনে পড়ছে। অন্য যুবতীর সঙ্গে হয়তো কৃষ্ণ বিভোর। এসবই রাধার কপালের দোষ। বালক গোপাল তাকে দয়া করলো না। কৃষ্ণের উদ্দেশে আজ রাধা দিশেহারা।

পদ নং ২২

কহুরাগঃ ।। লঘুশেখরঃ ।।

(পাদের মুখবন্ধে সংস্কৃত ভাষায় লেখা দু'চরণের বঙ্গানুবাদ) আজ আনন্দিত গোবিন্দ আমার সঙ্গে প্রমোদবিহার করেছেন। হে বৃদ্ধা, তাকে কিভাবে প্রণাম নিবেদন করবো বলো।)

(রাধার উক্তি বড়াইকে) রাধা স্বপ্ন দেখেছে শ্রীকৃষ্ম এসেছে। সে বাহুবন্ধনে তাকে বাঁধে। গোবিন্দের বাঁশির সুর তার প্রাণহরণ করেছিল। তার দেহ নীল আকাশের শোভা। কৃষ্মহারা রাধার প্রাণ আকুল। কৃষ্মের প্রীতিকথায় সে বিভোর। নানা ফুলের বিছানায় কৃষ্মের কোলে রাধা শয়ন করলো। ঘুম ভেঙ্গে গেল—গোটা রাত বৃথা গেল। কৃষ্মের প্রেমেই নারীর জীবন ধন্য।

পদ নং ২৩

মালবরাগঃ ।। প্রকীন্নকং।। চিত্রকঃ।। লগনী।। রূপকং।। দণ্ডকঃ।।

(বড়াই ও রাধার উক্তি প্রত্যুক্তি এবং শেষে কবির বিবৃতি।)

বড়াই আদরের নাতনীকে তার কথা শুনতে বলেছে। সকালে কৃষ্ম বাঁশি বাজিয়ে চলে গেছে। মনে হয় বনের ভেতরে গেছে। সেখানে গিয়ে খুঁজতে হবে। ভয়ের কিছু নেই। প্রতি উত্তরে রাধা বড়াইকে বুদ্ধিহীনা বলে বৃন্দাবনে যাবার জন্য আকুল। সেখানে অবশ্যই কৃষ্মকে পাবে।

কবির বিবৃতিতে দেখা যায় বড়াই রাধার কথায় বৃন্দাবন যায় এবং রাধাকে এগিয়ে যেতে বলে এবং তাকেই খুঁজতে বলে। কারণ তাহলেই কৃষ্ম তার সঙ্গে মিলিত হবে।

কবির বিবৃতিতে দেখা যায় আনন্দচিত্তে রাধা বৃন্দাবন যায়। সেখানে মদনরসে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। তার চোখে মুখে জল দিয়ে বড়াই তাকে সুস্থ করে তোলে। চেতনা পেয়ে রাধা বলতে শুরু করে নানা কথা।

পদ নং ২৪

বিভাষরাগঃ ।। দণ্ডক।। একতালী।। রূপকম্বা।।

(কৃষ্মকে রাধা কথাগুলি বলেছে) কৃষ্ম রাধাপ্রেমে উদ্বেলিত হয়েছিল। সে সময় রাধা বালিকা। কৃষ্মের পাঠানো পান-ফুল নেয়নি। তার দূতীকে চড় মেরেছিল।

পূর্বের এসব দোষ ক্ষমা করতে বলেছে। কদমতলায় যে দুঃখ দিয়ে ছিলেন তার অপরাধও মার্জনা করতে বলেছে। অহংকারে না বুঝে অনেক দোষ করেছে। গদাধর তা যেন খণ্ডন করে। নৌকোতে নদী পার হবার সময়, ভার বহাতে গিয়ে, জল আনতে গিয়ে যে সব দোষ করেছে তাও ভুলে গিয়ে খণ্ডন করার জন্য বারবার অনুরোধ জানিয়েছে। শেষে সব অভিমান ভুলে আলিঙ্গান করে প্রাণরক্ষার আবেদন জানিয়েছে।

পদ নং ২৫

ললিতরাগঃ ।। রূপকং।।

(কৃষ্মের উক্তি) ঃ দই রাধা বিক্রি করতে গেলে কৃষ্ম তাকে অনেক অনুরোধ করেছে—সেসব কি রাধা ভুলে গেছে? যমুনা পারাপার, দই এর ভারবহন ইত্যাদি করেও রাধাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। যৌবন গর্বে সে আঘাতের পর আঘাত করেছে। যার জন্য রাধার মুখও দেখতে সে চায় না। বড় ঘরের বৌ হয়ে কেন সে কৃষ্মের ভজনা করতে এসেছে? রাধার বিগত কাজের জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত। ঘরে গিয়ে স্বামীকে সেবা কর। অনুনয়ের দরকার নেই। কৃষ্ম বৃন্দাবন যাচ্ছে. রাধার যৌবনকে কৃষ্ম তুচ্ছ মনে করে। একথা জেনে রাধা যেন ঘরে ফিরে যায়।

পদ নং ২৬

বিভাষকহূরাগঃ ।। একতালী।।

(কৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তি) কৃষ্ণ ত্রিভুবনের অধিকারী। সে হিরণ্যকসিপুকে হত্যা করেছে। কংসবধের জন্য গোকুলে এসেছে। মধুসূদন যেন তাকে সঙ্গে নেয়। নানা রতি দিয়ে রাধার হৃদয় জয় করতে ব্যাকুল করতে বলেছে। অনেক কষ্টে দেখা পেয়েছে। কৃষ্ণ ছাড়া তার জীবন-যৌবন ব্যর্থ। এসব ভেবে কদমতলায় রাত্রিযাপন করেও আশাহত হয়েছে। অপরিণত বয়সের কর্মের জন্য রাধা অনুতপ্ত। বিরহের আগুন তার অন্তর পুড়ে যাচ্চে। 'হে কৃষ্ণ, জোড় হাতে প্রার্থনা করছি—আমার সব দোষ খণ্ডন করো।'

পদ নং ২৭

ললিতরাগঃ ।। ক্রীড়া।।

(কৃষ্ণের উত্তরদান) লোকে অপবাদ দেবে তাই রাধা যেন কৃষ্ণের কাছে না আসে। ভাগ্নেকে অবৈধপ্রেম নিবেদনে কলিযুগের চিহ্ন আছে। কৃষ্ণ পরনারী হরণ করে না। সামাজিক সম্পর্ক অনুযায়ী রাধার সঙ্গে তার মিলন ঠিক নয়। তার সঙ্গে রঙ্গারস (ধামালী) করতে নিষেধ করেছে। সতীত্বের দোহাই দিয়ে গজমতিহার ফিরিয়ে দিয়েছিল রাধা। সতীত্বের বড়াই করেছিল। তাই কৃষ্ণের ব্যঙ্গোক্তি—'তোমার নূতন যৌবন পুঁটলি বেঁধে রাখো।' নিজের বংশ পরিচয় দিয়ে কৃষ্ণ রাধাকে ত্যাগ করার কথা বলেছে।

পদ নং ২৮

গুজ্জরীরাগঃ ।। যতিঃ।।

(কৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তি) রাধাকে ত্যাগ করার কারণ সম্পর্কে প্রশ্নবাণে কৃষ্ণকে জর্জরিত করে নিজের কথা বলতে গিয়ে রাধা কিভাবে পঞ্চশরে বিদ্ধ হয়েছে সেকথা বলে। নিষ্ঠুর কৃষ্ণকে দয়া করতে বলেছে। আত্মীয়স্বজন নয়, কৃষ্ণই তার একমাত্র গতি। অতি যত্নে সজ্জিত হয়ে সে বৃন্দাবনে কৃষ্ণের সন্ধানে এসেছে। সে কৃষ্ণের যোগ্যা। রাধা আলিঙ্গান করে। তার যৌবন যেন নিষ্ফল না হয়।

পদ নং ২৯

মল্লাররাগঃ ।। রূপকং।।

(কৃষ্ণের উত্তর) মনকে উর্ধে স্থাপন করে কৃষ্ণ দিনরাত যোগধ্যান করে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছে তাই সুন্দরী রাধিকাকে দূরে থাকতে বলেছে। কৃষ্ণ অন্য জগতের অধিবাসী, তাকে পাবার মিথ্যা লোভ যেন না করে। যোগমার্গে পৌঁছে জ্ঞানবাণের দ্বারা সে মদনবাণকে ছিন্ন করেছে। রাধার যৌবনে সে আর ভোলে না। কৃষ্ণের দেহ এখন বিকারশূন্য। সমস্ত সংসার তার কাছে অসার মনে হয়।

কবির বক্তব্য ঃ নাগরশ্রেষ্ঠ দেবচক্রপাণি রাধাকে নিষ্ঠুর বাক্য বলে ধ্যানে মগ্ন হ'ল।

পদ নং ৩০

বঙ্গালবরাড়ী (রাগঃ) রূপকং

(প্রথম দু'চরণ সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ) দীর্ঘক্ষণ মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণের অমধুর কথাবার্তা শুনে জগৎ মনোরমা রাধা করুণ সুরে কথাগুলি বলে।)

(রাধার করুণ উক্তি) সে দুঃখিনী বালিকা। মল্লিকা ফুলের মতো কোমল। মদনবাণে বিদ্ধ করে কৃষ্ম যেন তাকে না মারে। পায়ে ধরে নারীবধের পাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কৃষ্মকে তার দশা দেখবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। কৃষ্মের ধ্যানই তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে। অভাগিনী রাধা সারারাত কৃষ্মের প্রেমের জন্য জেগে কাটিয়েছে। অভাগী অনেক কষ্টে কৃষ্মের দেখা পেয়েছে—এ যেন গত জন্মের পুণ্যের ফল। তার প্রতি কৃষ্ম যেন সদয় হয়। আলিঙ্গান দান করে জীবনরক্ষা করে।

পদ নং ৩১

ভৈরবীরাগঃ ।। রূপকং।। যতির্ব্বা।।

(কৃষ্মের রাধার প্রতি উক্তি) নিজেকে রঘুবংশ প্রধান শ্রীরাম বলে পরিচয় দিয়ে রাবণ বধের কাহিনী কৃষ্ম বলে। বংশগৌরব অনুসারেই পরস্ত্রী সে গ্রহণ করে না। পাপকর্মের নিবারক কর্তা কৃষ্ম, অপর দিকে নির্লজ্জ রাধিকা। তাকে কৃষ্মের আশা ছেড়ে বাড়ি চলে যেতে বলেছে।

পদ নং ৩২

শ্রীরাগঃ ।। যতিঃ।।

(কৃষ্মের প্রতি রাধার উক্তি) নানা তপস্যার ফলেই রাধা শ্রীকৃষ্মকে পেয়েছে। তাই সে ঘরে ফিরে যাবে না। যোগিনী হয়ে কৃষ্মের সেবায় রত থাকবে। বিরহের আগুনে দগ্ধ রাধা কৃষ্মকে প্রাণে না মারার জন্য অনুরোধ করেছে। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে কৃষ্মধ্যানে রাধা মগ্না। সে কৃষ্ম ভক্ত অনাথ নারী। একদিন তার প্রতিই ছিল কৃষ্মের একান্ত অনুরাগ। আজ কোন্ লজ্জায় তাকে ঘরে ফিরে যেতে বলছে।

পদ নং ৩৩

ললিতরাগঃ ।। ক্রীড়া।।

(কৃষ্মের উক্তি) যৌবনে হৃদিচাঞ্চল্যের কথা বলে বর্তমানে মনকে নিবৃত্ত করে কৃষ্ম পাপমুক্ত। কৃষ্ম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি যুগের নিরঞ্জন কায়াধারী। তাকে কামবাণে আকুল হয়ে চাওয়া বৃথা আশা। বিগত দিনের দুর্ব্যবহার কৃষ্ম ভোলেনি। তাই রূঢ়ভাবেই কৃষ্মের কাছ থেকে সে যেন সরে যায়। কৃষ্মের আশা ত্যাগ করে রাধাকে বাড়ি ফিরে যেতে বলেছে।

পদ নং ৩৪

কহূরাগঃ ।। রূপকং।। লগনী।।

(নাট্যরসে ভরা রাধা-কৃষ্মের উক্তি-প্রত্যুক্তি)

রাধা ঃ হে-কৃষ্ম, নাবালিকা অবস্থায় আলিঙ্গান জানতাম না। শরীর জীর্ণ হচ্ছে। দিন-রাত একাকার। তোমাকে ছাড়া গতি নেই। কৃষ্ম আমাকে আদেশ করো।

কৃষ্ম ঃ আমার পিতা বাসুদেব—গোকুলে ঘর। গোপজনেরা আমাকে ভালভাবে জানে। তারা সব শুনলে লজ্জা পাবে। তোমাকে প্রয়োজন নেই। অকারণে আমার কাছে এসেছ।

রাধা ঃ স্ত্রীজাতি নিকৃষ্ট। তাদের নানা দোষ। তাই রাগ করা ঠিক নয়। তোমার বিরহে আমার প্রাণমন আকুল। নিষ্ঠুর হয়ো না।

কৃষ্ম ঃ সতী সব শুনলাম। পাপ-পুণ্যের কথা শোনো। পুণ্যে স্বর্গলাভ আর পাপে নরকবাস।

রাধা ঃ তুমি দেবকীর পুত্র। কংসের শত্রু। গোপীর কাছে বাল-চন্দ্র। আমি বিরহিনী নারী। তোমাকে ছাড়া আমার গতি নেই।

কৃষ্ম ঃ চন্দ্রাবলী, আমি দেববনমালী। আমার মা যশোদা, মামা আইহন, তুমি আমার মামী।

রাধা ঃ আমাকে নিরাশার কথা শুনিও না। আমাকে কাছে ডেকে নাও। তুমি আমার পতি শ্রীনিবাস। অনেক পুণ্যফলে তোমার চরণ-ভজনার সুযোগ পেয়েছি।

পদ নং ৩৫

শ্রীরাগঃ ।। রূপকং।।

(রাধার প্রতি কৃষ্মের উক্তি) বিগত দিনের যমুনা পারাপার, দধিভার বহন, দুঃসহ মদনবাণের কথা মনে পড়ে। রাজ্য জুড়ে কলঙ্ক। এতদিনে রাধা-বিরহের কথা জানছে। যৌবনগর্বে সে কৃষ্মকে চিনতে চায়নি। সে এখন রাধার মুখদর্শন করবে না। রাধার জন্য সে মহাদানী হয়েছে। কিন্তু সে রতির জন্যও কুমতি হয়েছে। শ্রীকৃষ্ম এখন ধর্মবন্ধ। রাধার প্রতি তার কোনো অনুরাগ নেই।

পদ নং ৩৬

রামগিরীরাগঃ ।। আঠতালা।।

(কৃষ্মের প্রতি রাধার উক্তি) 'হে কৃষ্ম, কোন্ অপরাধে আমাকে ত্যাগ করছো?' যৌবন উদ্ভিন্ন লগ্নে তাকে ত্যাগ করা উচিত নয়। সীতার দুঃখকাহিনী তুলে ধরে স্বপ্নে, জ্ঞানে, মনে দিনরাত বসে রাধা কৃষ্মধ্যানে মগ্না। কৃষ্মের জন্য রাধার প্রাণ যায়। সে মদনে ব্যাকুল। তাই আকুলপ্রার্থনা—হে হরি প্রাণ রক্ষা করো। একবার তুমি আমি বৃন্দাবনে যাই।'

পদ নং ৩৭

ধানুষীরাগঃ ।। ক্রীড়া।।

(রাধার প্রতি কৃষ্মের উক্তি) অতীতের কথা তুলে ধরে রাধার প্রতি কৃষ্মের প্রেম টুটেছে। তার কাছ থেকে মন সরে গেছে বলে। রাধাকে স্থান পরিত্যাগ করে বাড়ি চলে যেতে বলেছে. নিজের বংশপরিচয় দিয়ে পুরুষের প্রেমের দিক তুলে ধরে যমুনার তীরে ব্যর্থ আশার কথা, লোকের উপহাসের কথা বলে স্পষ্টভাবে বলে—'তোমাতে মন নিবারণ করলাম। আমার আশা ছেড়ে দাও।'

পদ নং ৩৮

ললিত রাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ ।।

(কৃষ্মের প্রতি রাধার উক্তি) বসন্তকালের প্রাণ মাতানো পরিবেশে রাধার আক্ষেপ—'এই নবযৌবন কি করে প্রাণ পাবে? কৃষ্ম মিলনে দেহ আকুল। তাকে ত্যাগ করা কৃষ্মের উচিত নয়।'

সে নিজেকে মাতুলানী পরিচয় দিতে চায় না। সে কৃষ্মের প্রেমিকা—সবাই তা জানে। অতীত ভুলে গিয়ে যৌবনে সে বুঝেছে কৃষ্ম ছাড়া গতি নেই। তাকে ত্যাগ করলে সাগরের জলে দেহত্যাগ করবে। কিংবা বিষ খেয়ে

মরবে। গদাধর যেন তাকে দয়া করে। তা না হলে নারীবধের অপবাদ তাকে বহন করতে হবে। রাধার বিনীত নিবেদন 'হে কৃষ্ম, আমার সব ধর্ম নষ্ট হলো। এখন প্রতিজ্ঞা করছি, কখনো তোমাকে বঞ্চনা করবো না।'

পদ নং ৩৯

দেশবরাড়ী রাগঃ ।। লঘুশেখরঃ।।

(রাধার প্রতি কৃষ্মের উক্তি) অতীত রাধাকে কৃষ্ম কত মিনতি করেছে অথচ রাধা বাপ-মাকে গালি দিল। রাধার মায়ার ফাঁদে কৃষ্ম পা দেবে না। পাপের দ্বারা কোনো কাজ সিদ্ধ হয় না। ব্রহ্ম চিন্তা করে কৃষ্ম দেহকে শুদ্ধ করেছে। যোগধ্যানে মগ্ন। সে আর রাধার প্রেমে ভুলবে না। তাই সে যেন তার আশা ত্যাগ করে।

পদ নং ৪০

শ্রীরাগঃ ।। যতিঃ।।

(কৃষ্মের প্রতি রাধার উক্তি) তিন ভুবন কৃষ্মের অধিকারে। মৃত রাধাকে মেরে তার কি লাভ? দুর্মতি বলে সে কৃষ্মের কথা শোনেনি। তার উচিত ফল পেয়েছে। তবে কৃষ্মের প্রেমে সে গর্বিতা। পূর্বে জানলে যশোদার কাছে সব খুলে বলতেন না। বিরহজ্বালা আর সহ্য হয় না. তাই এর জন্য প্রতিকার প্রার্থনা করে বিরহ জ্বালা ঘোচানোর জন্য রাধিকা করুণ আবেদন করেছে—'তোমার প্রসাদে বিরহ ঘুচে যাক। কটাক্ষ করেও আমাকে আশা দাও।'

পদ নং ৪১

দেশাগরাগঃ ।। লঘুশেখরঃ।।

(রাধার প্রতি কৃষ্মের উক্তি) ভ্রমরে গুঞ্জন, কোকিলের কুহুতানে বন-প্রান্তর মুখরিত। রাধার প্রাণ মদনবাণে ক্ষত-বিক্ষত নারী বধের ভয় কেন? 'কৃষ্ম নিষ্ঠুরতা ত্যাগ করো।' রাধার কাছে কৃষ্ম প্রাণস্বরূপ জগন্নাথ। কৃষ্মহারা রাধিকার জীবন বৃথা। দয়া করে সে যেন রাধাকে কুঞ্জবনে নিয়ে যায়। সে দয়াভিক্ষা চায়। শেষ নিবেদন—'হে শ্রীনিবাস, আমাকে মেরো না।'

পদ নং ৪২

ধানুষীরাগঃ ।। ক্রীড়ঃ।।

(রাধার প্রতি কৃষ্মের উক্তি) অতীতের কথা বলে কৃষ্ম রাধাকে ছলনাময়ী, চতুরা, রঙ্গিনী, মায়াবিনী ইত্যাদি বলেছে। প্রিয় বলেও রাধা তাকে দয়া করেনি। তার দেওয়া পান ফুল প্রত্যাখ্যান করেছে। রাধা কথা রাখেনি। বড়াইকে মেরেছে। এখন বড়াইর আদেশ মতো কৃষ্ম রাধার কাছে যাবে, অন্যথার মিলন সম্ভব নয়।

(কবির বিবৃতি) শেষ কথা বলে কৃষ্ম নীরব হয়।

পদ নং ৪৩

কোড়া - (২১২/১) রাগঃ ।। ক্রীড়া

(পদের প্রারম্ভিক সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ)

কৃষ্মের কথা শুনে রাধা বড়াইর কাছে গিয়ে যাতে নিজের প্রাণরক্ষা করতে পারে এমন কথা বললো।

মূল পদে (বড়াইর উদ্দেশে রাধার মনের কথা ব্যক্ত) -

অন্ধকার রাত। রাধার পাশে কৃষ্ম নেই। রাধা বিরহে ব্যাকুল হয়ে কৃষ্মকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। রাতের স্বপ্ন বৃত্তান্ত তুলে ধরে রাধা বলে— 'কৃষ্মকে কোলে করে শুয়েছি। জেগে দেখলাম বালগোপাল নেই।' তার জীবন-যৌবন ব্যর্থ। রাধা নিরাশ্রয়ের চিত্র একে একে তুলে ধরে কৃষ্মকে নিবিড় ভাবে আলিঙ্গানের কথা বলে। অমূল্যরত্ন নিয়ে 'কৃষ্মকে একবার আমার কাছে এনে দাও'। বড়াইর পা ধরে এই মিনতি করেছে রাধা। তা না হলে তার বেঁচে থাকা দায় হবে।

পদ নং ৪৪

গুজ্জরীরাগঃ ।। যতিঃ।।

(রাধার প্রতি বড়াইর উক্তি) অতীতের কথা বলে বড়াই এখন বৃদ্ধ বলহীন, চলতে পারে না তার পক্ষে কৃষ্মকে খুঁজে আনা সম্ভব নয়। রাধাকে সে বলে, 'এখন ঘর ছেড়ে যাও। আমাকে অনুরোধ করো না।' কৃষ্ম রাধার প্রতি রুষ্ট হয়েছে। এজন্মে সে আর তার কাছে আসবে না। কৃষ্মকে ভ্রমরের সঙ্গে তুলনা কৃষ্ম অন্য নারীর পাশে রঙ্গারসে মেতে আছে, সে কথা বলে।

পদ নং ৪৫

রামগিরীরাগঃ ।। যতিঃ।।

(বড়াইর প্রতি রাধার উক্তি) অপরিণত বয়সে শ্রীকৃষ্মকে অপমানের কথাগুলি একে একে তুলে ধরে রাধার মন এখন বালগোপালে মজেছে। তাই বড়াইকে শুভযাত্রা করে কৃষ্মের কাছে শীঘ্র যেতে বলেছে। রাত-দিন কৃষ্মের জন্য তার মন উতলা। রাধা নিজেকে হতভাগিনী মনে করে নিজের কাজের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছে। চন্দ্র-সূর্যকে সাক্ষী রেখে রাধা তার রূপ যৌবনকে কৃষ্মের জন্য গচ্ছিত রাখলো। কৃষ্মের বাঁশি শুনে, কোকিল কূজন মুহূর্তে দখিনা বাতাস রাধার দেহে আগুন জ্বালে। সে লজ্জাকে এক পাশে রেখে শ্রীনিবাসের আশ্রয় নিল তার শেষ অনুরোধ —'এখন কৃষ্মকে এনে দাও।'

পদ নং ৪৬

ধানুষীরাগঃ ।। একতালী।।

(রাধার প্রতি বড়াইর উক্তি) অহংকারে রাধা কৃষ্মকে তুচ্ছ করতে পারেনি। সে বুদ্ধিহীনা, ভবিষ্যৎ চিন্তা নেই। রাধার প্রতি কৃষ্মের প্রচণ্ড ক্ষোভ। বড়াই কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না। কৃষ্ম সবিনয়ে কতবার বড়াইকে পাঠিয়েছে, কিন্তু রাধা তার কোনো সম্মান দেয়নি। ছলে বলে কি করে আর তুষ্ট করা যায়? কৃষ্ম অত্যন্ত চালাক। 'তুমি আমার প্রাণ, নাতনী, তোর দুঃখ সইতে পারি না। কোথায় কৃষ্মকে খুঁজে পাবো?

পদ নং ৪৭

পাহাড়ী আরাগঃ ।। প্রকীণ্ণক।। লগনী।। দণ্ডকঃ।। ক্রীড়া।।

(পদের প্রথম দু'চরণ সংস্কৃতের বাংলায় ভাষান্তর) বৃদ্ধার কথা শুনে মদনশরকাতরা(রাধা) কৃষ্মকে পাবার আশায় সখীদের কাছে বললো।)

মূল পদের বক্তব্য। (রাধা ও বড়াইর উক্তি-প্রত্যুক্তি ও কবির বিবৃতি)

কৃষ্ম রাধার হৃদয় চন্দন। বড়াইকে তার অনুরোধ—'ও বড়াই, নিজেই তার সন্ধান করো।'

কবির বর্ণনা ঃ রাধার অনুনয়ে বড়াই চিন্তান্বিত।

বড়াই ঃ তুমি আমি দুজনে মিলে বৃন্দাবনে সন্ধান করি। তাহলেই চক্রপাণিকে পাবো।

কবির বর্ণনা ঃ দুজনে মিলে কৃষ্ণকে খুঁজলো। না পেয়ে কাঁদতে লাগলো—নারদ মুনির দর্শন। তাঁকে প্রণাম করে জোড়হাতে রাধার প্রার্থনা।

রাধা ঃ হে মুনিবর, জগন্নাথ কোথায়? আমার জীবন-যৌবন-ধন-বেশভূষা কি হবে? কৃষ্ণকে না পেলে যোগিনী হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবো।

কবির বর্ণনা ঃ নারদ যোগাসনে বসে জানলেন নাগর কদমতলায় বসে আছে।

নারদ ঃ 'চলো সবাই কদমতলায় যাই। কুসুম শয্যায় বসে আছে কৃষ্ণ। সেখানে গেলে তাকে পাওয়া যাবে।

কবির বর্ণনা ঃ নারদের কথা মত গিয়ে কৃষ্ণকে পায়। দূর থেকে দেখেই রাধার মূর্চ্ছা। বড়াই ভৃঙ্গারের জল চোখে ছিটিয়ে রাধার চেতনা ফেরায়। জ্ঞান ফিরে পেয়ে সে বড়াইর পা ধরে বলে 'ও বড়াই, আমার কণ্ঠরুদ্ধ, চলতে পারছি না।'

বড়াই ঃ সে রাধাকে আনন্দে পথ চলতে বলে। তার জন্য প্রাণ দিতেও সে প্রস্তুত।

রাধা ঃ বড়াইকে কৃষ্ণের চরণে তার দুঃখের কথা নিবেদন করতে বলে।

কবির বর্ণনা ঃ এই কথা শুনে বড়াই কৃষ্ণের কাছে গিয়ে সব বললো।

পদ নং ৪৮

দেশাগরাগঃ ।। ক্রীড়া।।

(কৃষ্ণের প্রতি বড়াইর উক্তি) রাধার গলার হার এখন ভার হয়েছে। দুর্বলতায় পথ চলতে পারে না। চন্দনাদি তার দেহে জ্বালা ধরায়। চাঁদের আলো যেন আগুন। কৃষ্ণের বিরহ আগুনে রাধা দগ্ধ। কৃষ্ণের দর্শনেই সে জীবন ফিরে পাবে। সজল নয়নে সে ওদিক এদিক চেয়ে থাকে। সবকিছুই তার কাছে তপ্ত। মানসিক ভারসাম্য নেই। কখনো হাসছে, কখনো কাঁদছে, কখনো রেগে যাচ্ছে। মদনশরে বিদ্ধ হয়ে রাধা আর কৃষ্ণের পাশে যেতে পারছে না।

পদ নং ৪৯

বিভাষরাগঃ ।। রূপকং।। যতির্ব্বা।।

(কৃষ্ণের উদ্দেশে বড়াইর উক্তি) রাধা চাঁদ ও চন্দনের নিন্দে করে, মলয়পবন বিষসম, কুসুমশয্যা মদনশয্যা তার কাছে। রাধা কৃষ্ণের আলিঙ্গন পাবার জন্য ব্রত করছে। বিরহজ্বালায় দগ্ধ হয়ে কৃষ্ণের শরণ নিচ্ছে। তার অন্তরে কৃষ্ণ সর্বদা বিরাজমান। রাধাকে দেখে মনে হয় সে যেন রাহুগ্রস্ত। সখীগণ তাকে ঘিরে রেখেছে। স্বাভাবিক অবস্থায় সে নেই। তাই কৃষ্ণকে বলে—'দয়া করে তাকে আলিহ্গন দাও।'

পদ নং ৫০

মালবরাগঃ ।। রূপকং।। কাব্যোক্তি প্রকীণ্ণক।। লগনী।।

(সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ)

এখনো কি তুমি অন্য নারীকে হৃদয়ে গ্রহণ করতে চাও। হে শ্রীকৃষ্ণ, তোমার বিরহে মদন দেব রাধিকার পীড়া উৎপাদন করছে।

(বড়াই ও কৃষ্ণের কথাবার্তা—কবিতা বিবৃতি)

বড়াই ঃ চন্দ্রাবলী রাধা, তোমার বিরহে মৃতপ্রায়, ননীর মতো তার দেহ রস-সমুদ্রপূর্ণ যৌবনে তার রতি ভোগ কর দামোদর। বিলম্ব করো না, রাধার দুঃখ সহ্য করা যায় না।

কবির বিবৃতি ঃ বড়াই কৃষ্ণের মুখ চুম্বন করে মাথায় হাত বুলিয়ে, হাতে ধরে মিনতি মাখা সুরে আগু-পিছু সব বুঝিয়ে বলে।

বড়াই ঃ হে কৃষ্ণ, কথা শোন। রাধাকে তুষ্ট করো।

কবির বিবৃতি ঃ বড়াইর কথা শুনে মুচকি হাসি হেসে বললো—'মনোহর বেশে সে আমার পাশে বসুক। মধুর কথা বলুক।

কবির বিবৃতি ঃ কৃষ্ণের সব কথা বড়াই রাধাকে বলে। কথা শুনে সেই মুহূর্তে রাধার কাছে এক যুগ মনে হয়েছে।

পদ নং ৫১

ভৈরবীরাগঃ ।। দণ্ডকঃ।। একতালী।।

(সংস্কৃত অংশের বঙ্গানুবাদ) মাধবের কথামত খুশি হয়ে বড়াই রাধার মনোহর বেশ রচনা করলো।

(কবির বিবৃতি) শিবের মতো খোঁপা, খোঁপায় চাপা ফুল, সিঁথিতে সিঁদুর গলায় গজমোতি হার, মাঝে মণি, হারের দুদিক যেন সুমেরু শিকরের দুই স্রোত। যত্ন করে রাধাকে সাজালো. হাতে সোনার চুড়ি, কঙ্কণ, পায়ে নূপুর, পায়ে সোনার মল, নানা অলঙ্কারে পায়ের আঙ্গুল সজ্জিত, মুখরঞ্জন ইত্যাদি নানা সাজে রাধা কৃষ্ণের পাশে গেলো। তাকে দেখে কৃষ্ণ চঞ্চল হয়ে উঠলো।

পদ নং ৫২

কোড়াদেশরাগঃ ।। ক্রীড়া।।

(সংস্কৃতাংশের বঙ্গানুবাদ) মদনজ্বরাতুরা বেশভূষায় সজ্জিতা রাধাকে দেখে হরি ক্রমশ এই রূপে কেলিবিলাসে মগ্ন হলেন।

পাদের মূলবক্তব্য ঃ এই কবিতায় রাধা-কৃষ্ণের মুরতি-সম্ভোগ চিত্র চিত্রিত। নারী-পুরুষের আদিম মিলন লীলার অনবদ্য বাস্তব চিত্র।

পদ নং ৫৩

শ্রীরামগিরীরাগঃ ।। আঠতালা।।

(রাধার উক্তি ও কবির বিবরণ) রাধা রতিসুখভোগ করে শ্রীকৃষ্ণের পা ধরে বলে যে, তাকে ছাড়া রাধার আর কোনো গতি নেই। কৃষ্ণের ঊরুতে শুয়ে সে সুখনিদ্রা কামনা করে।

(কবির বিবৃতি) রাধার কথামৃত কৃষ্ণ সব করলো নব কিশলয়ে বিছানা পাতা হ'ল। শীতল বাতাস বইলো। চারদিক কলগীতিতে মুখর। রাধা ঘুমে বিভোর। এই অবস্থায় রাধাকে ত্যাগ করে বড়াইকে সম্বোধন করে কৃষ্ণ বললো—

পদ নং ৫৪

কেদাররাগঃ ।। একতালী।।

(কৃষ্ণের বড়াইর প্রতি বক্তব্য) বড়াইর কথা কৃষ্ণ পালন করেছে। এবার বিদায়প্রার্থী। রাধার সঙ্গে বিলাসের কথা বলে—আন্তরিকভাবে—'তোমার হাতে ধরে বলছি। রাধাকে যত্নে রেখো নিজের মনে করে।'

সে মথুরায় চলে যাচ্ছে। ঘুমের ভান করে বড়াইকে রাধার পাশে শুতে বলে।

(কবির কথা) নাগর ধীরে ধীরে উরু থেকে রাধার মাথা নামায়। জেগে রাধা কৃষ্ণকে দেখতে পায় না। বড়াইকে জাগিয়ে বলে—

পদ নং ৫৫

ভায়িঠালীরাগঃ ।। যতি।।

(বড়াইয়ের প্রতি রাধার উক্তি) এখনই কদমতলায় কৃষ্ণ ছিল। তার উরুতে রাধা গুমিয়ে ছিল। ঘুমন্ত অবস্থায় সে চলে গেছে। রাধার আর্তনাদ—'বড়াইগো, কৃষ্ণের বিরহে আমি জীবন্মৃত। তুমি মধুসূদনকে এনে দাও।'—প্রাণপতি আনবার জন্য বারবার অনুরোধ। কাল ঘুমের প্রতি ক্ষোভ জানিয়ে কৃষ্ণ ছাড়া তার সবই যে ব্যর্থ সেকথাও বলে। রাধা বিষপানে আত্মহত্যা করতে চায়। দূতীকে পায়ে ধরে অনুরোধ—'এই বারের মতো আমার আশা পূর্ণ করো।

পদ নং ৫৬

দেশাগরাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ ।।

(বড়াইর রাধিকার প্রতি উক্তি) এইমাত্র কৃষ্ণ কদমতলায় ছিল। সে রাধার সঙ্গে কেলিবিলাসে মগ্ন ছিল। 'রাধা তুমি বুদ্ধিহীনা—নিজেই বনমালীকে ছেড়েছো। বড়াই জানে না কৃষ্ণ কোথায় গেছে। কত কষ্টে মিলন ঘটালেন, আর রাধা অঘোরে ঘুমিয়ে তাকে হারালো। পুরুষ জাতি কপট। নানাভাবে নারীর মন ভোলায়। কৃষ্ণ কুঞ্জে কুঞ্জে রতিভোগ করছে। রাধাকে কদমতলায় থাকতে বলে—নিজে সন্ধানে গিয়ে কৃষ্ণ ধরে আনার কথা বলে।

পদ নং ৫৭

রামগিরীরাগঃ ।। আঠতালা।।

(প্রথম চার চরণ সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ)

রাধাকে বড়াই বলছে—একা একা বনে বনে ঘুরে সে ক্লান্ত। কৃষ্ণকে পেলো না বলে দুঃখ। (রাধা বলে)—বৃদ্ধে, তোমার কথা শুনে আমার মণনপ্রাণ ব্যাকুল। সমস্ত জগৎ আমার কাছে শূন্য মনে হচ্ছে।

(বড়াইর প্রতি রাধার উক্তি) প্রথম প্রহরে আশা ছিল কৃষ্ণ ফিরে আসবে। এজন্য নিজে খোঁজ করেনি। নিজের দোষেই উচিত ফল পেয়েছে। একা একা কি করে কুঞ্জে দিন কাটবে? তাকে ছেড়ে হরি কোথায় গেল? কোন্ নারীকে নিয়ে কৃষ্ণ সুখরতি ভোগ করছে? ঘন ঘন কোকিল ডাকছে। তৃতীয় প্রহরে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করে কাঁদছিল। চার প্রহর এমনি করেই কাটলো। কী করে তার জীবন থাকবে?

পদ নং ৫৮

গুজ্জরীরাগঃ ।। কুড়ুক্ক।।

(রাধার প্রতি বড়াইর উক্তি) তার শুভদিন যে নারী নিয়ে কৃষ্ম সুখরতি ভোগ করে। সে এখন কদমতলায়, যমুনার তীরে গবাদি নিয়ে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ায়। তার দেখা পেলে কি বলবে? সব শিখিয়ে দিতে বলে।

(কবির বিবৃতি) বড়াইর কথা শুনে রাধা সানন্দে বললো—

পদ নং ৫৯

মল্লার রাগঃ ।। কু (২২১/১) ডুক্ক।।

(বড়াইর প্রতি রাধার উক্তি) 'বড়াই যমুনার দিকে ভালভাবে খোঁজো। বকুলতলায়, নিকুঞ্জবনে, বনের বড় বড় গাছে উপরে সন্ধান করো।' তাকে পেলে যেন বলে গোয়ালিনী একাকী বনে আকুল হয়ে আছে। শিশুদের খেলার জগতেও খোঁজ করতে বলে। নারী পুরুষের অঙ্গীভূত। শিব-গৌরী তার দৃষ্টান্ত. এসব কথা বলে শ্রীকৃষ্মকে রাধার কাছে এনে দিতে অনুরোধ জানায়।

পদ নং ৬০

ধানষীরাগঃ ।। একতালী।।

(কবির বিবৃতি) রাধিকার কথা মতো বড়োই বৃন্দাবন যাত্রা করে একাকী। কৃষ্মকে বনে বনে অনুসন্ধান করে। যমুনার তীরে না পেয়ে বকুলতলায় যায়। সেখানে না পেয়ে গাছের ডালে। কোথাও না পেয়ে সে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বনে একাকী ঘোরার সময় বড়াই ভয় পায়। বহুদিন বাদে রাধার কাছে ফিরে এসে বলে—কৃষ্মের সন্ধান পাওয়া গেল না।

পদ নং ৬১

ভায়িঠালীরাগঃ ।। যতিঃ।।

(বড়াইর প্রতি রাধার উক্তি) ক্লান্ত হয়ে রাধা কৃষ্মের ঊরুতে শয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল. জেগে দেখে কৃষ্ম নেই। কোথায় গেল প্রাণ যায়। 'বড়াই তার সন্ধান বলো। তোমার সঙ্গে সেখানে যাবো।' রাধা কি অপরাধ করেছে যে, সে তার উপর এতো রুষ্ট। কৃষ্মের কথা মনে পড়তে রাধার দেহ চেতনহীন হয়ে পড়ছে। কৃষ্মপ্রেমের কথা ভেবে ভেবে তার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়েছে। বিধাতা রাধার প্রতি বিরূপ। রাধার আক্ষেপ—'এই বিরহে সে আর কতদিন বেঁচে থাকবে? বড়াইর কাছে উপদেশ চেয়েছে এবং কৃষ্ম কোন্‌দিকে গেছে তা জানতে চায়।

পদ নং ৬২

গুজ্জরী রাগঃ ।। রূপকং।।

(রাধার প্রতি বড়ায়ির উক্তি)

বনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে এসেছে আরো দেরী করতে বড়াইর ভয় হচ্ছে। রাধাকে চঞ্চল হতে বারণ করে মন স্থির করতে বলে। ঘরে ফিরতে চায়। কৃষ্মকে পরে এনে দেবে বলে আশ্বাস দেয়। তার উপদেশ-মনস্থির কর, ঘরে ফিরে চল'। কান্না থামাতে বলেছে। কৃষ্ম আপনা থেকেই ফিরে আসবে বলে আশার বাণী শুনায়। বুঝিয়ে সুঝিয়ে বড়াই রাধাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।